যুবলীগের চেয়ারম্যান ও সাধারন সম্পাদক পদে নতুনদের নাম আলোচনায়

শুদ্ধি অভিযানে বড় ধাক্কার পর যুবলীগের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে আলোচনা এখন সর্বত্র। ক্যাসিনো-কাণ্ডে আড়ালে চলে গেছেন চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরী। তিনি আর যুবলীগের নেতৃত্বে থাকতে পারছেন না বলে জোর আলোচনা রয়েছে। এ ছাড়া সাধারণ সম্পাদক পদেও আসতে পারে নতুন মুখ। যুবলীগের সাবেক নেতাদের চাওয়া- তরুণ, যুববান্ধব ও সৎ নেতৃত্ব। আর বর্তমানরা চান- ছাত্র ও যুব রাজনীতির অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ কর্মীবান্ধব, গতিশীল ও সহজপ্রাপ্য কাউকে।

এদিকে ২৩ নভেম্বরের সপ্তম কংগ্রেসকে সামনে রেখে শীর্ষ দুই পদ পেতে অনেকেই তৎপর। খোঁজ নিয়ে ও নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, যুবলীগের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক পদে অনেকেই আলোচনায় আছেন।

চেয়ারম্যান হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন-যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মণির ছেলে শেখ ফজলে শামস পরশ ও তার ছোট ভাই ঢাকা-১০ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, বর্তমান কমিটির সদস্য শেখ ফজলে ফাহিম (শেখ সেলিমের ছেলে), যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মির্জা আজম, বর্তমান প্রেসিডিয়াম সদস্য- শহীদ সেরনিয়াবাত, ফারুক হোসেন, মুজিবুর রহমান চৌধুরী, আতাউর রহমান, অ্যাডভোকেট বেলাল হোসেন ও ডা. মোখলেছুর রহমান হিরু।

আর সাধারণ সম্পাদক পদে যারা আলোচনায় আছেন, তারা হলেন- বর্তমান কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন আহমেদ মহি, সুব্রত পাল, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক হাসান তুহিন, অর্থ সম্পাদক সুভাষ চন্দ্র হালদার, উপ-গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক ইকবাল মাহমুদ বাবলু, সহসম্পাদক তাজউদ্দীন আহমেদ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুজিবুর রহমান চৌধুরী বলেন, আমরা চাই-যোগ্য স্বচ্ছ ও পরিছন্ন ব্যক্তিরা নেতৃত্বে আসুক। সে ক্ষেত্রে নবীন ও অভিজ্ঞদের সমন্বয় থাকলে সংগঠন সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া

যায়।

প্রেসিডিয়ামের আরেক সদস্য ডা. মোখলেছুর রহমান হিরু বলেন, সারা জীবন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতি করেছি। নেত্রী যদি দায়িত্ব দেন তাহলে আগামীতেও স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতি করব। মহিউদ্দিন আহমেদ মহি বলেন, আমরা চাই- যুবলীগের নেতৃত্বে যোগ্যরা আসুক।

এ ছাড়া যুবলীগকে ঢেলে সাজানো এবং তরুণদের নেতৃত্বে আনার সিদ্ধান্ত হলে সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের মধ্য থেকে শীর্ষ পদে জায়গা পেতে পারেন।

সে ক্ষেত্রে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে আলোচনায় রয়েছেন- ইসহাক আলী পান্না, বাহাদুর ব্যাপারী, অজয় কর খোকন, নজরুল ইসলাম বাবু, মাহমুদ হাসান রিপন, মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন, এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগের মধ্য থেকে যে কেউ যুবলীগের মূল নেতৃত্বে আসতে পারেন।

জানতে চাইলে ইসহাক আলী পান্না বলেন, আমি কোনো প্রার্থী না। আমি বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনার কর্মী। তিনি যদি কোনো সাংগঠনিক পদে আমাকে দায়িত্ব পালন করতে দেন তাহলে আমি সেটাই করব।

অন্যান্য সময় কেন্দ্রীয় সম্মেলনের আগে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখা যুবলীগের সম্মেলন হতো। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। বর্তমান পরিস্থিতিতে মহানগর শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠানের পক্ষে নয় আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড; কারণ সম্প্রতি ক্যাসিনো কারবারের দায়ে সংগঠন থেকে বহিষ্কার হয়েছেন ঢাকা মহানগর যুবলীগ দক্ষিণের সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটসহ অনেকেই।

এদিকে যুবলীগের সম্মেলনের আগে এবার আলোচনায় এসেছে বয়সসীমা বেঁধে দেয়ার বিষয়টি। যদিও এখনও চূড়ান্ত হয়নি। আজ রোববার গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যুবলীগ নেতাদের বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

এই বয়সসীমার ওপর নির্ভর করবে আগামী কমিটিতে কারা নেতৃত্ব দেবেন। বর্তমান কমিটির দক্ষ ও ত্যাগী নেতাদের প্রায় সবারই বয়স ৫০-৬০ বছরের মধ্যে। বয়সসীমা ৬০ বছরের মধ্যে হলে বর্তমান কমিটির গুরুত্বপূর্ণ নেতারা চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক পদে আসার

সুযোগ পাবেন।

আর যদি বয়সসীমা ৪৫ থেকে ৫০ বছর বেঁধে দেয়া হয়, তবে ছাত্রলীগের সাবেক নেতাদের ভাগ্য খুলে যাবে। সে ক্ষেত্রে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মধ্য থেকে যুবলীগের চেয়ারম্যান কিংবা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

সূত্র: যুগান্তর

দশ বছরে বিএসএফের গুলিতে ৩ শতাধিক বাংলাদেশি নিহত

গত দশ বছরে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফের গুলিতে ৩২২ জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। এরমধ্যে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ২৮ জন।
গত ১১ জুলাই একাদশ জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানিয়েছিলেন, ২০১৮ সাল পর্যন্ত গত ১০ বছরে বিএসএফের হাতে নিহত বাংলাদেশির সংখ্যা ২৯৪জন।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপির সংসদ সদস্য এম হারুনুর রশিদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এই তথ্য জানান।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদকে জানান, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ২০০৯ সালে অন্তত ৬৬ জন, ২০১০ সালে ৫৫ জন, ২০১১ ও ২০১২ সালে ২৪ জন করে মোট ৪৮ জন, ২০১৩ সালে ১৮ জন, ২০১৪ সালে ২৪ জন, ২০১৫ সালে ৩৮ জন, ২০১৬ সালে ২৫ জন, ২০১৭ সালে ১৭ জন ও ২০১৮ সালে ৩ জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন।
এদিকে মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের তথ্যমতে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সীমান্তে বিএসএফের হাতে ২৮ জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। এদিকে গত বৃহস্পতিবার রাজশাহীর চারাঘাটে এক ভারতীয় জেলেকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টায় বিএসএফ-বিজিবির গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এ সময় দুই পক্ষের গোলাগুলিতে বিএসএফের এক জওয়ান নিহত হন। বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এটি ভুল-বোঝাবুঝি কারণে হয়েছে। বিষয়টি

নিয়ে দুই বাহিনীর প্রধানদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে, সীমান্তে শান্তি রক্ষায় দুই দেশই তৎপর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা জানান।

নিজস্ব প্রতিনিধি

যুবলীগের কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করবেন কে?

চলমান শুদ্ধি অভিযান শুরু হওয়ার পর ক্যাসিনোকান্ডে সুবিধাভোগী হিসেবে নাম আসে যুবলীগের প্রতাপশালী চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরী। এরপর থেকে কোনঠাসা হয়ে পড়েছেন তিনি। প্রায় এক মাস ধরে যাচ্ছেন না যুবলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। যাচ্ছেন না নিজের প্রতিষ্ঠিত যুব গবেষণা কেন্দ্রেও।
এদিকে যুবলীগের ৭ম জাতীয় কংগ্রেসের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। ২৩ নভেম্বর এই কংগ্রেস হবে। কংগ্রেস সামনে রেখে যুবলীগে চাঙা ভাব লক্ষ্য করা গেলেও সংগঠনটির চেয়ারম্যান আড়ালে দিন যাপন করছেন। নেতাকর্মীরা তার দেখা পাচ্ছেন না। ফোনেও তাকে না পেয়ে ক্ষুব্ধ যুবলীগ নেতাকর্মীরা।
সংগঠনের চেয়ারম্যানকে ছাড়াই হয়েছে যুবলীগের প্রেসিডিয়াম বৈঠক। ওই বৈঠকে তার অনুপস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার দেয়া হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।
কংগ্রেসের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা আনতে রোববার গণভবনে যাচ্ছেন যুবলীগের জ্যেষ্ঠ নেতারা। এই বৈঠকে থাকছেন না ওমর ফারুক চৌধুরী। তাকে গণভবনে যেতে বারণ করা হয়েছে বলে যুবলীগের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে। এমতাবস্থায় যুবলীগের আসন্ন কংগ্রেসে কে সভাপতিত্ব করবেন এই প্রশ্ন এখন নেতাদের মুখে মুখে।
৭১ বছর বয়সী ওমর ফারুক চৌধুরীকে বাদ দিয়ে সংগঠনের কোনো জ্যেষ্ঠ নেতাকে যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করার গুঞ্জনও শোনা যাচ্চে। সেক্ষেত্রে ওই ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানই ২৩ নভেম্বরের কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করবেন।
জানা গেছে, রোববার আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতে ওমর ফারুক চৌধুরীকে বাদ দিয়ে প্রেসিডিয়ামের

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চলমান অভিযানকে ‘শুদ্ধি অভিযান’ নাম দিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সন্ত্রাস, চাঁদবাজি, টেন্ডারবাজিসহ বিভিন্ন অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ক্যাসিনো ব্যবসায়ীদের ভাসানচরে পাঠানো হবে।
ক্যাসিনো ব্যবসায় যুবলীগ নেতাদের মদদ দেয়ার অভিযোগ উঠেছে যুবলীগ চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরীর বিরুদ্ধে। এরই মধ্যে তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। তলব করা হয়েছে ব্যাংক হিসাব।

নিজস্ব প্রতিনিধি

আফগানিস্তানে মসজিদে হামলা, নিহত অন্তত ৬২

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ নানগারহারে জুমার নামাজ চলাকালীন মসজিদে দুটি বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত ৬২ মুসল্লি নিহত এবং আরও অন্তত ৬০ জন আহত হয়েছেন। প্রাদেশিক গভর্নরের মুখপাত্র আতাউল্লাহ খোগানি এ হামলার খবর নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম টোলো নিউজের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, নানগারহার প্রদেশের হাসকা মায়েনা জেলার জাও দারা নামক এলকায় মসজিদটি অবস্থিত। গভর্নরের মুখপাত্র জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টার দিকে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

কর্মকর্তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, মসজিদটির ভেতরে বিস্ফোরক পুতে এবং লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। যখন মুসল্লিরা সবাই নামাজ আদায় করছিলেন তখন সেগুলোর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। যারা আহত হয়েছেন তাদের অনেকের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

নাঙ্গারহার প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সোহরাব কাদেরি জানিয়েছেন, হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। বিস্ফোরণের ধ্বংসস্তূপ থেকে মরদেহ এখনও বের করছে উদ্ধারকর্মী ও স্থানীয়রা। গভর্নরের মুখপাত্র আতাউল্লাহ জানান, বিস্ফোরণে মসজিদের ছাদ ধসে পড়েছে।

দেশটিতে নিয়মিত হামলা চালানো আফগান তালেবান মসজিদে হামলার দায় স্বীকার করেনি। এছাড়া কোনও জঙ্গি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এই হামলার দায় স্বীকার করা হয়নি। প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির মুখপাত্র সাদিক সিদ্দিকী টুইট বার্তায় এ হামলায় শোক প্রকাশ করে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

সাত বছরেও বিএনপির আন্দোলন মাঠে গড়াইনি: হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ বলেছেন, ২০১৩ সাল থেকে খালেদা জিয়া কতবার আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন দেশবাসী তা দেখেছে। দেখতে দেখতে ৭ বছর পার হলেও বিএনপির আন্দোলন মাঠে গড়াইনি। বিএনপির নেতাদের কথা জনগণ এখন আর আমলেও নেয় না। কারণ জনগণ জানে বিএনপির কথা ছাড়া কিছু করার নেই।
তিনি বলেন, আদালতের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ দল হিসেবে বিএনপি এখন প্রতিষ্ঠিত। যখন কোনো ব্যক্তি বা দল ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন তাদের মুখের আস্ফালনই শান্তনা খোঁজার মাধ্যম।
বুধবার বেলা ১১টায় কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এ সব কথা বলেন।
তিনি বলেন, কাজের প্রতি দায়িত্বশীল হলেই সফলতা আসবে। আমাদের প্রত্যেকের পরিশ্রম ও আন্তরিকতায় সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে জেলার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ। এ সব কাজ বাস্তবায়নে আপনার সমস্যা যদি আপনি সৃষ্টি করেন তা কোনোভাবেই মেনে নেয়া হবে না। হানিফ বলেন, নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি দায়িত্বশীল হলে সফলতা আসবেই। সঠিকভাবে তদারকী দায়িত্ব পালন করতে না পারলে সরে দাঁড়াতে হবে। কাজের প্রতি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিবেন না।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য আ. ক. ম. সরওয়ার জাহান বাদশা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা প্রসাশক আসলাম হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর

উদ্দীন খান, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

নিজস্ব প্রতিনিধি

সোহরাওয়ার্দীতে সমাবেশ ডেকেছে ঐক্যফ্রন্ট

রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আগামী ২২ অক্টোবর জনসমাবেশের ডাক দিয়েছে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট।

বুধবার বিকালে ড. কামাল হোসেনের মতিঝিলের চেম্বারে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির জরুরি বৈঠক থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয়। বৈঠক সূত্র জানায়, দেশের সবশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও করণীয় নিয়ে বুধবার জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ও গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন।

বৈঠকে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদে আগামী ১৮ অক্টোবর রাজধানীতে নাগরিক সমাবেশ করার বিষয়েও আলোচনা হয়। এর আগে গত ১৩ অক্টোবর আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত ঐক্যফ্রন্টের নাগরিক শোকসমাবেশ থেকে ১৮ অক্টোবর নাগরিক শোকসভার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি:

ক্ষুধা ও অপুষ্টির নিরিখে

বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপালেরও পেছনে ভারত

বৈশ্বিক ক্ষুধা ও অপুষ্টির সূচকে ভারতকে আরও পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৮তম। এই সূচকে শুধু বাংলাদেশ নয় নেপাল ও পাকিস্তানেরও পেছনে আছে ভারত।
মানবিক সহায়তা নিয়ে কাজ করে এমন বৈশ্বিক দুটো সংস্থার তৈরি করা ১১৭টি দেশের তালিকা থেকে এ তথ্য জানা যাচ্ছে। ২০১৮ সালের সূচকেও ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে ছিল। তবে গত বছরের চেয়ে দুই ধাপ নিচে নেমে গেছে বাংলাদেশ। গত বছরে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৮৬ তম। ২০১৭ সালে ১০০ এবং ২০১৮ সালে ভারতের অবস্থান ১০৩। খাদ্যনিরাপত্তাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা আয়ারল্যান্ড ভিত্তিক কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ও জার্মানিভিত্তিক ‘ওয়েলথ হাঙ্গার লাইফ’ যৌথভাবে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। প্রতিবেদনে ক্ষুধার সংজ্ঞা নির্ধারণে চারটি সূচককে আমলে নেওয়া হয়েছে। অপুষ্টি, খর্বাকৃতি শিশুর সংখ্যা, কৃশকায় বা শীর্ণকায় শিশু ও শিশুমৃত্যুর হার। ‘গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স’ (জিএইচআই) নামের এই বার্ষিক প্রতিবেদন বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার এ বছরের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। জিএইচআই বা বিশ্ব ক্ষুধা সূচক অনুসারে পাকিস্তান ৯৪, বাংলাদেশ ৮৮ ও নেপাল ৭৩ নম্বর অবস্থানে আছে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচক অনুসারে যে ১০০ পয়েন্টের এক ‘তীব্রতা স্কেল’ রয়েছে, যেখানে শূন্য হলো সেরা স্কোর। শূন্য অর্থে, সে দেশে কোনো মানুষ অনাহারে নেই। এই তালিকা থেকে জানা যাচ্ছে, ভারতের স্কোর ৩০ দশমিক ৩। জানানো হয়েছে, ভারতে এই অনাহারের সমস্যা বেশ তীব্র আকার ধারণ করেছে। ২০১৪ সালে ভারত তালিকায় ছিল ৫৫ নম্বরে। এবার নেমে ১০২ নম্বরে এসেছে দেশটি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১১৭টি দেশের ওপর করা গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে বলা হয়েছে, ভারত বর্তমানে অবস্থান করছে ১০২ নম্বরে। ওই সূচকে বলা হয়েছে বাংলাদেশে ক্ষুধা কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ২৫ দশমিক ৮ পয়েন্ট। এর আগে ২০১০ সালে বাংলাদেশের এই স্কোর ছিল ৩০ দশমিক ৩। ১০০ পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে এই সূচক প্রণয়ন করা হয়। এ ক্ষেত্রে যে দেশ শূন্য স্কোর করে সেই দেশকে সবচেয়ে উত্তম দেশ ধরা হয়। অর্থাৎ সেই দেশে কোনো ক্ষুধার্ত মানুষের বসবাস নেই। আর ১০০ স্কোর করে যে দেশ সেই দেশ সবচেয়ে খারাপ অবস্থায়। অর্থাৎ সেই দেশে ক্ষুধার্ত মানুষের অবস্থা

ভয়াবহ।
ভারতে এই অনাহারের সমস্যা বেশ তীব্র আকার ধারণ করেছে। ভারতের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। ২০১৪ সালে ৭৬টি দেশের মধ্যে ভারত ৫৫ নম্বরে ছিল। এবার নেমে ১০২ নম্বরে এসেছে দেশটি। ২০১৭ সালে ১১৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল ১০০। ২০১৮ সালে ১১৯টি দেশের মধ্যে ১০৩। এবার ১১৭টি দেশের তালিকায় ভারত ১০২ নম্বরে।
জিএইচআই সূচক চারটি সূচককে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হয়। তা হলো অপুষ্টি, শিশু মৃত্যু, শিশুদের অপচয় এবং শিশুদের বাড়তে না দেওয়া। এর মধ্যে শিশুদের অপচয় বলতে বোঝানো হয়েছে ৫ বছর বয়সের নিচের শিশুদের, যারা তাদের উচ্চতার তুলনায় কম ওজনসম্পন্ন। এতে প্রচ-অপুষ্টিতে ভোগা বোঝানো হয়।
ওই প্রতিবেদন অনুসারে, বৃহৎ জনসংখ্যার কারণে ভারতের জিএইচআই ওই অঞ্চলের ওপরে প্রভাব ফেলে। ভারতে ‘চাইল্ড ওয়েস্টিং রেট’ অর্থাৎ পাঁচ বছরের নিচে শিশুমৃত্যু বা শিশুদের অপুষ্টিজনিত দৈহিক উচ্চতা ও ওজন হ্রাসের হিসাব ২০ দশমিক ৮ শতাংশ। সারা বিশ্বের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়েছে, ক্যালরির অভাব এবং কম পুষ্টির দিকটি এর থেকে উঠে আসে।
এদিকে বিরোধীদলীয় নেতারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এজিএইচআই প্রতিবেদন নিয়ে তুলাধোনা করেছে। দক্ষিণের রাজ্য কেরালার অর্থমন্ত্রী থমাস আইসাক টুইট করে জানিয়েছেন, ২০১৯ বিশ্ব ক্ষুধা সূচক প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের র্যাঙ্ক আরও নেমে হয়েছে ১০২। প্রধানমন্ত্রী মোদি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই অবনমন। ২০১৪ সালে ভারত ছিল ৫৫ নম্বরে। ২০১৭ সালে তা হয় ১০০। বিশ্বে অনাহার থাকার মানুষের সংখ্যাধিক্য এখন ভারতে। কর্ণাটকের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়াও এই নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ করে টুইট করেন। টুইটে তিনি প্রশ্ন তোলেন, অনেকেই বিশ্বাস করেন ‘আচ্ছে দিন আয়েগা’। প্রশ্ন হলো সেই দিন কবে আসবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি:

মেহেরপুরে বিল ও স্থানীয় নেতৃত্বের বিরোধের জেরে খুন হয় রোকন ও হাসান

মেহেরপুর সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের রোকনুজ্জামান ও হাসানুজ্জামান দুই চাচাতো ভাইকে হত্যা করা হয় বিল ও স্থানীয় নেতৃত্বের বিরোধের জের ধরে। এই হত্যাকান্ড ঘটাতে ৮০ হাজার টাকা দিয়ে খুনি ভাড়া করা হয়। এই খুনের নির্দেশ দাতা হচ্ছে বর্তমানে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কারাগারে আটক আসামী আব্দুল হামিদ। মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফিং এ একথা বলেন।
বুধবার সকালে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এ প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় পুলিশ সুপার মুরাদ আলী আরও বলেন, গত ১১ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত ১১-১২টার দিকে মেহেরপুর সদরের দরবেশপুর গ্রামের পূর্বপাড়া সাকিনস্থ আজিজুল হকের ধানক্ষেত থেকে ইদ্রিস আলী বিশ্বাসের ছেলে রোকনুজ্জামান ও আবুল কালাম আজাদের ছেলে হাসানুজ্জামান দ্বয়ের ক্ষত-বিক্ষত লাশ উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় পুলিশের নিরলস পরিশ্রমের পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২২ সেপ্টেম্বর রাত ২টার দিকে আব্দুল হাকিম, আব্দুস সালাম, তারাচাদ ফকির ও দরবেশপুর গ্রামের মামলত মন্ডল নামের চার আসামীকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এদের মধ্যে আব্দুল হাকিম আদালতে স্বীকার করে যে, তার আপন বড় ভাই আব্দুল হামিদ(যাবজ্জীবন সাযা প্রাপ্ত আসামী) এর নির্দেশে হামিদের ছেলে মোক্তার হোসেন হত্যা ও শোলমারী বিলের অংশদারীত্ব হতে বাদ পড়া এবং স্থানীয় নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দলের প্রদিশোধ স্বরুপ উক্ত হামিদ জেলখানা হতে রোকন ও হাসানকে হত্যার জন্য তার ভাই হাকিমকে নির্দেশ দেয়। পরবর্তিতে হাকিমের নির্দেশনা মোতাবেক ঘটনার পূর্বে তার আপন ভাগ্নে ইসমাইল হোসেন বাক্কাকে নগদ ৮০ হাজার টাকা দিয়ে খুনি ভাড়া করে হত্যাকান্ডটি ঘটায়।
এই হত্যা মিশনে জড়িত সন্দিগ্ধ আসামী আবুল কালাম কালুকে ৮ অক্টোবর বারাদি বাজার থেকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসা বাদ করা হয়। এতে সে হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে।
তার স্বীকারোক্তিতে গত ১২ অক্টোবর রাত ৯টার দিকে গাংনী থানার

হাটবোয়ালীয়া রোড থেকে হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত সন্দেহে রনি আলী গ্রেফতার করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে সে হত্যাকান্ডের সাথে জড়ত থাকার কথা স্বীকার করে ঘটনার বর্ননা দেয়। সে বলে, বাক্কা সহ অন্য আর একজন আসামী রোকনকে কোপাতে থাকে। পরবর্তিতে বাক্কা ও আরএকজন আসামী রোকনের পা চেপে ধরে। রনির স্বীকারোক্তিতে গত ১৪ অক্টোবর মুজিবনগর কেদারগঞ্জ থেকে ফরিদ নামের আরও একজন আসামীকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
এর মধ্যে ইসমাইল হোসেন বাক্কা গত ৪ অক্টোবর অজ্ঞাগ সন্ত্রাসীদের বন্দুক যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা হস একাধিক মামলা বিচারাধিন ছিল।
এসময় পুলিশ সুপার বলেন হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত অন্যান্য পলাতক আসামীদের গ্রেফতারের জোর অভিযান চলছে। তদন্ত স্বার্থে তাদের নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না।

নিজস্ব প্রতিনিধি:

বিএসএফর হামলায় ৯ মাসে ২৮ বাংলাদেশি নিহত

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে বিভিন্ন সময় নানাপর্যায়ে আলাচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হলও এখনো থামছে না নিরস্ত্র নাগরিক হত্যা। গত শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিক চাঁপাইনবাবগঞ্জের মাসুদপুর সীমান্ত বিএসএফর গুলিতে জাহরুল ইসলাম নামে এক বাংলাদেশি রাখাল নিহত হয়ছন। নিহত জহরুল ইসলাম শিবগঞ্জ উপজলার মনাকষা ইউনিয়নর তারাপুর ঠুটাপাড়া গ্রামের আবদুল কাদিরর ছেলে।
জানা যায়, জাহরুল ইসলাম সহ কয়েক জন বাংলাদেশি রাখাল গরু আনার জন্য রাত ৩টার দিকে মাসুদপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করে। এ সময় ভারতর শাভাপুর ক্যাম্পর বিএসএফ সদস্যরা গুলিবর্ষণ করলে জাহরুল ইসলাম নিহত হন। পরে তার সহযাগিরা জাহরুলর লাশ উদ্ধর করে বাংলাদেশে নিয়ে আসলে পরিবারের লাকজন গোপনে তার নানির বাড়ি বালুটুঙ্গি এলাকায় দাফন করে।
বাংলাদশর মানবাধিকার সংগঠন অধিকার তাদর ত্রমাসিক প্রতিবদনে

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

শিশু তুহিন হত্যা: বাবাসহ তিনজন ৩ দিনের রিমান্ডে

সুনামগঞ্জে পাঁচ বছরের শিশু তুহিন মিয়াকে হত্যার ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তার বাবা আবদুল বছিরসহ তিনজনের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বাকি দুজন হলেন তুহিনের চাচা আবদুল মছবির ও প্রতিবেশী জমসের আলী।

পুলিশ তুহিনের মা মনিরা বেগমের দায়ের করা মামলায় এই তিনজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে সুনামগঞ্জের জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম আদালতে হাজির করে। তাদের প্রত্যেককে পাঁচ দিন করে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করা হয়। বিচারক শ্যাম কাÍ সিনহা প্রত্যেকের তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। সুনামগঞ্জে পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, এই মামলায় এখন পর্যÍ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। অন্য দুজন হলেন তুহিনের আরেক চাচা নাসির মিয়া ও চাচাতো ভাই শাহরিয়ার। গত রোববার রাতের কোনো এক সময় শিশু তুহিনকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় গতকাল সোমবার তুহিনের মা মনিরা বেগম অজ্ঞাত ১০-১২ জনের বিরুদ্ধ দিরাই থানায় হত্যা মামলা করেন। তবে গতকাল দুপুর থেকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে তুহিনের বাবা, চার চাচা, এক চাচি ও এক চাচাতো বোনকে।

সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপার (এসপি) মো. মিজানুর রহমান আজ দুপুরে বলেন, এ ঘটনায় তুহিনের পরিবারের লোকজন জড়িত। প্রতিপক্ষের লোকজনকে ফাঁসাতে পরিকল্পিত ভাবে এই কাজ করা হয়েছে। কে, কারা, কখন, কীভাবে তাকে হত্যার করেছে; সবকিছু তারা জেনেছেন। শিশু তুহিনের বয়স মাত্র পাঁচ বছর। কদম গাছের ডালে ঝুলছিল তার নিথর দেহ। পেটে ঢোকানো ছিল দুটি লম্বা ছুরি। তার দুটি কান ও যেনাঙ্গ কেটে ফেলা হয়। এই শিশুর বাড়ি সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার রাজানগর ইউনিয়নের কেজাউরা গ্রামে। তার বাবার নাম আবদুল বাছির। তিনি পেশায় কষক।

নিজস্ব প্রতিনিধি